প্রয়াস

ব্লক ডে বিশেষ সংখ্যা-২০০৪

কবিতা-তোমারই জন্য

কবিতা তুমি দেবতা তুল্য
ফুটন্ত ফুলে তুমি আন সুগন্ধ
কবিতা তুমি সুন্দরের প্রকাশ
শিশুর হাসি শরতের সুবাস
কবিতা তুমি গোপন প্রিয়ার
স্বপ্ন সঙ্গীত অঙ্কিত হিয়া
কবিতা তুমি মানুষের মনে
ভালোবাসা জাগাও ক্ষণে ক্ষণে
কবিতা তুমি প্রেমিক যুগলের
কল্পনাকে এনেছ ধরে
কবিতা তুমি ইতিহাসের কথা
যুগ যুগ ধরে বলেছ একা
জানিনা তুমি জন্মে কবে
হৃদয় মাঝে উদয় হলে
তোমার কথা মনে করে
লিখছি আমি হৃদয় ভরে ।

--দেবব্রত জানা।

বউদিকে নিয়ে ঘুরে আসুন

অমিতাভ একটা কর্পোরেট সংস্থায় কাজ করে , থাকে বাঁশদ্রোনী এলাকায় নিজস্ব বাড়িতে । বাড়ীটা একতলা - সামনে একটু বাগান । বাড়ীর লোকজন বলতে স্ত্রী অন্বেষা - মাসদু'য়েক হল বিয়ে হয়েছে ।

সেদিন শনিবার - অফিস না থাকায় একটু দেরিতে উঠে অমিতাভ দেখল , সামনে গ্রীলের তালা ভাঙা - মোটর বাইকটা নেই । মাথায় হাত , গত মাসেই কেনা হয়েছিল । লাইসেন্স না হয়ায় থানায় ডায়েরী করা গেল না ।

পরিচিত দু'চারজন এল - নানারকম স্বান্তনা , সতর্কতা ইত্যাদি দিয়ে গেল । আস্তে আস্তে দিনটা কেটে গেল ।

পরদিন রবিবার বাইকটাকে বাগানে দেখা গেল - সংগে একটা চিরকুট 'জরুরী কাজের জন্য বাইকটাকে নিয়ে গিয়েছিলাম । লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি না , পেট্রল খরচ বাবদ শ'তিনেক টাকা আর প্রিয়ার দুটো অগ্রিম টিকিট দিলাম , ভাল বই চলছে - বউদিকে নিয়ে ঘুরে আসুন' ।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল অমিতাভ । গত দিনের দুস্বপ্ন ভুলতে ওরা গড়িয়ায় অন্বেষার বাপের বাড়ি গেল । সারাদিন ওখানে কাটিয়ে বিকেলের শোতে প্রিয়াতে সিনেমা দেখতে ঢুকলো । সিনেমা দেখে দ'ুজনেই ছেলেটার রুচির প্রশংসা করল - কারন এত সুন্দর সিনেমা ছেলেটা না থাকলে হয়ত দেখাই হত না ।

রাত্রি সাড়ে বারোটা নাগাদ যখন ওরা রেস্টুরেন্টে খেয়ে বাড়ীতে ঢুকল - দেখল দরজার তালা ভাঙা , আলমারীটা খোলা , কোনো দামি জিনিসই আর নেই । দুপুর বারোটা থেকে রাত্রি বারোটা কম সময় নয় ।

-সুজিত কুমার দে ।

দাম

অনেক যত্নে লাগান হয়েছিল গাছটা ।মাটি কুপিয়ে সার দেওয়া হয়েছিল

বন্দোবস্ত ছিল ।সময় মত জল দেওয়াও হত ।গাছটা আর একটু বড় হতেই বেড়ে ওঠার জন্য , সুন্দর মাচাও বানানো হয়েছিল ।এভাবেই বেড়ে চলতে চলতে একদিন গাছে ফুটলো সুন্দর একটা ফুল ।মধুর লোভে ছুটে আসতো প্রজাপতি ,মৌমাছি আর কত কী ! আস্তে আস্তে রংটা ফিকে হয়ে এল ।দেখা গেল বোঁটাটার দিকে ছোট্ট একটা সবুজ গোল মত কী একটা যেন ।ওটাই গাছটার প্রান । ঝড়-জল -বৃষ্টিতে একবার মাচার এক দিকটা ভেঙেও গিয়েছিল ।গাছটার কয়েকটা ডাল ভেঙে গিয়ে আস্তে আস্তে শুকিয়ে ঝরেও যায় ।তবু প্রাণভোমরাটার আঁচড় অবধি লাগেনি ।সময় যেমন সব কিছু ভেঙে দেয় - মুছে ফেলে স্মৃতি তেমনি জোয়ারের মত টেনে বয়ে নিয়ে আসে অনেক কিছুই ।প্রান পাখিও একদিন বসন্তে পড়ল ।যেমন রঙ , তেমনি গন্ধ। রোঁয়ায় রোঁয়ায় ঝরে পড়ে যৌবন ।

তবু তাকেও যেতে হয় বাজারে আর পাঁচটার মত । ঝুড়িতে তার দশজনের সাথেই শুরু হয় বিক্রি হওয়ার পালা । যে আগে চলে যাবে সেই দামী ।

সকালে প্রথমেই এল সরু গোঁফ, লম্বা মুখ, সুন্দর আঁচড়ানো কালো চুল, হাতে ছড়ি গায়ে ধুতি-পাঞ্জাবী এক ভদ্রলোক। প্রথমেই তার চোখে পড়ল গায়ে রং সর্বস্ব, জল দিয়ে তাজা করা তারই এক প্রতিবেশীকে। ফিরেও চাইল না সে ।

আর একটু পরে এল বেশ সুন্দর এক ছোকরা ,পছন্দও করেছিল । তবু দর কষাকষি, সুক্ষ হিসেব-নিকেষে শেষ পর্যন্ত আর ঘরে নেওয়া হল না ।

বেলা পড়তে এলেন মাঝ বয়সী মোটাসোটা এক ভদ্রলোক ।নখ দিয়ে খুঁচিয়ে বলেই বসলেন ,'বুড়ো মাল নাকি ?' সবাই বাইরেরটাই দেখল, একবারও দেখল না ভেতরের সৌন্দর্য ।সবুজ তরতাজা প্রাণ ।

এভাবেই একে একে অনেক এল ।অনেক গেল ।সবশেষে পড়ন্ত বিকেলে এলেন সাদামাটা একজন ।মহা আনন্দে পাঁচটাকার জিনিস নিয়ে গেলেন একটাকায় ।

.....................আমাদের সমাজে বিয়ের সময় মেয়েদেরও একই অবস্থা হয় ।

-মৈনাক মিত্র ।

শেষ জিজ্ঞাসা

শরৎ এর আকাশ
পেঁজা তুলোর মতো শুভ্র মেঘ।
সুমিষ্ট গন্ধ
বয়ে চলেছে স্নিগ্ধ বাতাস।
মাঠে সবুজ ধানক্ষেত,
তাতে পড়েছে শিশিরের মুক্তোঝরা কণা,
পড়েছে সূর্যের আলো ঠিকরে ।
পাশে বয়ে ছলেছে এক ছোটো নদী কংসাবতী,
কলকল্লোলে ।
মাঝি ভায়া মনের আনন্দে খেয়া পারাপার করে,
আসছে পুজো তাইতো ,
লেগেছে মনে পরশ ।
আমি দেখেছি এই আকাশের নীচে,
গাছের পদতলে বসে আছে এক প্রেমিক প্রেমিকা।
সময় বয়ে চলেছে --
তারপর ?

-*নিমাইপদ মন্ডল*

বন্যা-২০০০ আমার কল্পনায় ও দৃষ্টিতে

চারিদিকে তাকাও, দেখবে ক্ষুধার্ত মানুষের কোলাহল, আকশে মেঘের গর্জন,

শরীর গিয়েছে ভেঙে, মনে প্রার্থনা ভগবান এবার তুলে নাও। চোখের সামনে ভেসে গেল বড় ছেলের মেয়ে, না খেতে পেয়ে মারা গেল ছোটর ছেলে। ছেলে-বৌমারা কোথায় আছে জানে না। কী হবে তার এ জীবন নিয়ে! ওখানে কী ভেসে যায়? মৃতদেহ? মানুষ না পশুর? শিশু না যুবকের? মরছে সবাই, মারছে- জল, চারিদিকে জল, জল না পেয়ে মারা গেল নতুন বউটি। কলেরায় আক্রান্ত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। আর আমি? ঘরের শৌখিন চৌকিতে শুয়ে ভাবছি এদের কথা! যেন কত কাজ করছি! সত্যি কি হবে ওদের এই সহানুভুতিতে। মা কী ফিরে পাবে তার হারিয়ে যাওয়া শিশুকে? সদ্য বিধবা কি খুঁজে পাবে তার জলে ভেসে যাওয়া স্বামীকে? এর উত্তর একটাই, না। তাই নিজেরই মনে হয় মূল্যহীন এ সহানুভুতি। যদি পারতাম ওদের মুখে দুফোঁটা খাবার জল, একটু অন্ন দিতে, তবেই ছিল আমার চিন্তার কিঞ্চিত সার্থকতা, এখন এ ভাবনা নিছক কল্পনা বিলাস মাত্র।।

বসন্ত

এসেছে ঋতুরাজ, পর্ণমোচী বৃক্ষ আজ
খুশীতে ভরপুর।
আনন্দ ধরনী মাঝে, নব নব রূপে সাজে
স্নিগ্ধ সকাল দুপুর ।
সৃষ্টির উল্লাসে আজ,মত্ত হয়েছে সমাজ
নতুন কি সব করবে বলে।
সমস্ত বৃক্ষরাশি কচি পাতায় ভরে আজি
ভরাবে ফুলে ফলে।
উল্লাসিত পাখির দল করছে কোলাহল
জীবনের ব্যথা ভুলে আজ।
নবদম্পতি তারা জুড়েছে বাধন যারা

বসন্তের আগমনে পাখিদের গান শুনে
আমি শুধু ভাবি তোমারই।
তুমি কি আমার হবে, একদিনও কাছে রবে
জীবন তুমি আমারই।

-বিকাশ সরকার

প্রতীক্ষা

কেমন আছ মা, ভালো তো ?
মশা-মাছি, ধোঁয়ার কুন্ডলি আর নর্দমায় শুয়ে ;
আকাশের সব তারা গুনেছ কী ?
কত রক্ত! কত দীর্ঘশ্বাস! কত অন্ধকার! দেখেও ;
ভাঙ্গা চাঁদটা গুটি গুটি পায়ে গোটা হয় ।
রজনীরাও গন্ধ ছড়ায় ;
ফুটপাতের অন্ধ কোনে-কোনে ,
বিস্ময় আর বিস্ময়!
হয়তো কোথাও হঠাৎ অজানা এক পাখির ডাকে ,
গনগনে আগুনের ভেতর থেকে ,
বেরিয়ে পড়বে লাল টকটকে সূর্যটা ।
কি ভাবছো করি, তোমার কলমে কালি আছে তো ?

--সমীর ধাড়া

DO YOU KNOW?

শহরে অবস্থিত ? কি জন্য বিখ্যাত ?

২. ‘TV-CHANNEL-STAR’এর পুরো নাম কি ?

৩. ‘তুমি বসন্তের কোকিল, শীতের কেহ নও’---কার লেখা ?

৪. আমার বিখ্যাত উক্তি-‘ Because Its there’-আমি একজন পর্বতারোহী এবং উক্তিটি করি এভারেষ্ট অভিযানের কারন ব্যাখ্যা করতে , অনেকের মতে আমি প্রথম এভারেষ্ট জয় করি , যদিও সেখান থেকে ফিরে আসতে পারিনি ।আমি কে ?

৫. দিলীপকুমার অভিনীত একটি হিন্দি সিনেমায় মহম্মদ রফিকে অতিথি শিল্পীর ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল , ছবিটির নাম কি ?

৬. ওয়েষ্ট ইন্ডিজের কোন ক্রিকেটার ব্ল্যাক ক্যাট নামে পরিচিত?

৭. সবচেয়ে বড় চোখ কোন প্রাণীর ?

৮. আমার তৈরী রবীন্দ্রনাথের মূর্তির হেলানো, এক চোখ আকাশের দিকে ,এক চোখ মাটির দিকে- যা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়/ Reserve Bank of India-র গেটে যক্ষীর মূর্তি আমারি তৈরী/আমাকে নিয়ে সমরেশ বসুর উপন্যাস ‘দেখি নাই ফিরে । আমি কে ?

৯. কোনো ব্যক্তি কোরান সম্পূর্ণ মুখস্থ করলে তাকে কি উপাধি দেওয়া হয়?

১০ জুলেরিমে কাপ কোন খেলার সঙ্গে জড়িত ছিল?কাপটি কোন দেশ শেষ বারের মত জিতেছিল ও কত সালে?

উত্তর- ১/প্যারিসে,এখানে বহু শিল্পী ফরমায়েশ মত ছবি এঁকে দেন।২/Satellite Television Asian Region।৩বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ৪/George Mallori।৫/জুগনু।৬/ক্লাইভ লয়েড।৭/স্কুইড। ৮/রামকিঙ্কর বেজ।৯/হাফিজ।১০/ফুটবল,ব্রাজিল, ১৯৭০ সালে। -- Patra, Ray, Gantu

CLASSICAL THEORY OF LOVE

Physics is every where. So what I have tried is to formulate physics in such a way so to takes a peek in the world of love. Remembering our electrostatics,

(10) Love charge (λ), the charges that are concentrated at a persons heart.

Units: lov (in International Love Unit).

(11) Newton's law of love attraction:

dF={(dl1.dl2)/r*r}*L. Where r=Emotional distance between two hearts, dl1=mass of love attraction particles in a male's heart, dl2=mass of love attraction particles in a female's heart, L=Universal love constant, dF=force of love.

Unit: love (International Love Unit).

(3)Love Potential: It is given by an integration in forward time as follows.

PL=? dF2F*F(t)dt with T and T1 as upper and lower limit.

Where T1=Time of 1^{st} sight (start time), T=End time for calculating love potential, F*F(t)= a function of love growth (or decay) with time.

Unit:-POTLOV(in International Love Unit).

(4)Valentine's law of love (Analogous to Gauss Law):

Φ1=sqrt(Ei) closed =sd? v (Ei)ds=1/L ? (love charges)

Φ1=love flux through a love/sentimental surface

Ei=love field.

Unit:LOVE(lov)^(-1)m^2.

-Sankhasubhra Munsi.

ছাত্রাবাসের হাতকথা

ছাত্রাবাসের জীবনের কথা স্মরন করলে চোখে জল আসে, মনে ব্যথা লাগে, বুকে আগুন জ্বলে। একটা অন্যরকম জীবন। অভিজ্ঞতা না থাকলে বলে বোঝানো বড়ই কঠিন সেই মুক্ত জীবনের উল্লাস। ভয়ে ভয়ে আমরা এখানে আশ্রয় নিই। না জানি কখন দাদারা চেটে একশেষ করে দেয়।এই ভয়ে আমরা জড়সড় হয়ে থাকতাম। দূর থেকে ছাত্রাবাসের কত ভয়ঙ্কর শাস্তির কথাই না শোনা যায়। বেদম মার খাওয়া, নিয়নের আলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা ,কার্নিশ দিয়ে হাঁটা, ছাদ থেকে লাফানো, সিগারেট, বিড়ি, মদ খাওয়া আরো কত কি। আমরা আরও শুনতে পাই এমন অত্যাচার সইতে না পেরে অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম এসব গালগল্প ছাড়া কিছুই নয়।দাদারা আমাদের নিয়ে একটু মজা করে আরকি।ওটা কেবল মজা ছাড়া কিছুই নয়। ওটা যারা সইতে না পেরে পালিয়ে যায় তাদের মুখেই শুনতে পাওয়া যায় ছাত্রাবাসের ভয়ঙ্কর কাহিনী।

কিন্তু এটা ঠিক নয়। ছাত্রাবাসে যারা থাকে তাদের কি মানবতা বলে কিছু নেই ? আমি বলি আছে ঢের আছে। ওরাই জাতির মেরুদন্ড। ওদের দৃঢ় মানসিকতা ওদেরকে এ পৃথিবীটাকে ভোগ করায়। ওরা সত্যি বীর। কথায় বলে ,'***বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা***' । এসো আমরা ছাত্রাবাসে এসে প্রত্যেকেই বীর হয়ে উঠি।

-গৌতম

বর্মা।

##

বিচারক: অর্ডার, অর্ডার।

আসামী: এক প্লেট মাংস, চারপিস রুটি আর একটা কোল্ড ড্রিংকস।

দূর সে দেখা তো বারিস হো রহি থি।
পাস যাকে দেখা তো ভিগ গ্যায়ে হাম।।

-অমিত মন্ডল

#####################################

শুধু তোমারই জন্য

শুধু তোমাকেই আমি চাই . . . .
তুমি ছাড়া এ জীবন অর্থহীন,
আমার তো আর কেউ নাই ।
তোমায় কবে বাসবো ভালো,
এ জীবনে কবে তুমি জ্বালাবে আলো,
এসব কথা ভেবে আমি পাগল হয়ে যাই ।।

শুধু তোমাকেই আমি চাই . . . .
সকালে উঠে পড়তে বসি,
ভেসে ওঠে তোমারই ছবি ;
বন্ধুদের সাথে কলেজে যাই ,
সবার মাঝে তোমাকেই দেখতে পাই ;
একি ভালোবাসা নয় ?

শুধু তোমাকেই আমি চাই . . . .
যদি বল, পৃথিবীর সর্বসুখ এনে দেব,
যদি বল, রাতকেও দিন করে দেব ।
যদি বল, মরে যেতে - মরে যেতেও রাজি,

তবে মরনের পরে - দুচোখ বুজে গেলে !............

-বিপুল রায়।

খেয়াল

বুকে স্মৃতি ভরা স্বপ্ন নিয়ে -
সারাদিন শেষে ভাবি
পেছনে থাকা গল্প মিথ্যে হল !
চারদিকের আকাশ যেন বেসুরে ।
নীল রং মুছে , ঢেকেছে কালো ছায়ায় ,
সবাই কি নিঃশেষ ?
ওপাশে আমি আর সে !
কোলাহলবিহীন রাস্তা আচমকাই পরিপূর্ণ ।
তারপর সেই বৃদ্ধটা.......
চলতে চলতে আছড়ে পড়া জীবটা
ক্ষণিকের জন্যে নিঃশ্চুপ , হঠাৎই -
তার স্নেহ-মমতা পরিপূর্ণ মুখখানি ,
মনে পড়ে যায় ।
চোখগুলি জুড়ে বিষাদ শুধু ।
কালো চাহনি গ্রাস করেছে জগৎটাকে ।
কিছু বলতে চায় আমাকে ?
অনেক কিছু !
তার ছোঁয়াতেই
সব ওলটপালট......
হঠাৎ বৃদ্ধটা চেচিয়ে উঠে বলে -
'কোথায় ছিলিস্ বাবা ?
সগগে না নরকে ?'

-- আশিস দাস।

ফাস্টু

চনমনে সকাল, মুখে আকাল ।
ঠাঁ ঠাঁ রোদ, ল্যাবে আটক ।
নীল আকাশ, নেই অবকাশ ।
সবুজ গাছের পাতা, বৃষ্টি মাথায় ছাতা ।
রমরমা ফেস্টে, ক্লাসটেস্ট ।
এমনি করে দিন চলে যায় ।
হৃৎপিণ্ড দোলে প্রেমের হাওয়ায় ।।
ফ্যাটক্যাটি মেয়ে, ভাবি মোরা গেঁয়ে ।
আর্টস, মেয়েরখনি, ডিপে, দু-চারটে গুনি ।
প্রেম ঝিল-পাড়ে, তাকালেই, চোখে পরে ।
প্রেম হয় ফোনে, রুমের সামনে ।
বন্ধু গিয়ে দেশে, প্রেমকরে, আশেপাশে ।
দুঃখে ভরে যায় মনপ্রান ।
এবার করতে হবে অবসান ।।
এক সুন্দরীকে, মনের আবেগে ;
করিলাম প্রেম নিবেদন ।
সে ছিল পাশে, হুমকি অবশেষে ;
ভাঙ্গিল আমার মন ।
ঘরের ছেলে, ফিরে এসে ঘরে ।
জীবন শুরু, আগের মত করে ।।

রয়েছে পাশাপাশি, সংস্কৃতি চর্চা ।।

-মনোজ কুমার মন্ডল।

The Story of a Frustrated Boy

I am the person who is frustrated to see those guys who are specially determined to do their work consistently. I shall try always to find out my faults. Some times I am able to find it or some times I fail, but I am not worried about that. Actually I have already scattered in my life's important period. I shall try to recover it but I don't know how to do this. Now I am totally confused about the fact that what's wrong with me. I can't concentrate in any work such as study. My parents keep high expectations from me but I think I destroyed their hopes. Now I don't know what I am supposed to do. I know that every thing is possible with effort but I don't know how I can arrange my enthusiasm. I am the boy who is especially ignorant to his aim. In today's world the affect of globalization is more harmful for those people who don't take their opportunity. They fall in backward place, I am one of them but I would like to overcome it. So I pray to God to show me the way.

Many places in this world are so beautiful just like heaven. I have a lot of incentive to spend much time of my life there alone but I know this is not possible because I would not earn much money. For this reason I want to die, God apologies me! I don't know the consequence of my decision. What will happen after the end of my life, I am little bit disappointed of my performance in each and every sector. No more today. I stop my pen here.

Written by
A frustrated boy

রহস্যময় প্রেম

আমি ভালু , যদিও পরের দান
ভালো লাগে শুনতে ।
কারন, নামটা যে গতরে মানান,
যদিও ধর্মের ষাঁড় -

আবার করেও ছিলাম
কিন্তু হায় ! নামটা ভুলেছি কষ্টে
কি করব ? ফিরিয়ে দিল যে শিষ্টে
সেই থেকে মম প্রতিজ্ঞা, করিব না -
করিব না কোন নারীকে অফার
তাই এসে যাদবপুরে
খুঁজে নিলাম সেই হো..... টাকে
রুমমেটদের ফাঁকি দিয়ে
ঘুরতে যেতাম মাঝে মাঝে
তার কোলে মাথা রেখে
আদর করতাম বা....ই টাকে
ও.এ.টি.-কে সাক্ষী রেখে
প্রেম করতাম মনের সুখে
বেহায়া ছোকরা গুলি

ভেঙ্গে দিল পীরিতটাকে
বাধ্য হয়ে নিলাম তারে
মোর প্রাণের শয়ন ঘরে ।
এবার দেখি ঠেকায় কে ?
মাঝে মাঝে নেব তাকে
দেব মোর রত্নটাকে
খেলবে সে মনের সুখে
সবার অজান্তে ।।

–মানস মল্লিক

সাবু-বলি

দেখিয়া টিয়া
সাবুর কহিল হিয়া

দিতে হইবে আমার বিয়া।।

সাবুর বুলটি
হইল পালটি
এখন আরেকটি।।

সাবুর ভুঁড়ি
যেন এক বিরাট হাঁড়ি
দিবে সে নাকি বিদেশ পাড়ি।।

সাবুর হেউ
যেন সমুদ্রের ঢেউ
যেন কুকুরের ঘেউ ঘেউ।।

সাবুর হুঙ্কার
যেন *Phyed*-এর ভীতিকার
আসলে পরে
লুকোয় সে ঘরে।।

-দেবীকান্ত মন্ডল

বস কান্ত

ফাস্টু খাইয়া কহিল বস করুন সুরে
(ফোনে)"হ্যালো দ্যাশমুখ,
তুমি কি আমায় করিবেক বিয়া?"
তখন দেশমুখ কহিল
"তুমি ক্যা হে
তাই করিব তোমায় বিয়া।"
শুনে বস করিয়া বসেক
এক অদ্ভুত কাণ্ড।
ছুটিয়া চলিল যমুনার প্রান্ত
স্থির করিল 'ঝাঁপ দিব জলে'

অবশেষে দিল ঝাঁপ।

হঠাৎ--
উঠে দেখে বস
ঘাম ঝরছে শরীরে
জল কোথা রে ?

-উত্তম হালদার

জয়দেবের গীতগোবিন্দ

আমি খুব ভালো ছেলে,
মেয়ে দেখলে কেমন কেমন লাগে।
বন্ধুর বোন, আমার বোন।
যদি ফোটা না দিতো,
তবে ভারী ভালো হতো।
আমার এক ছাত্রী আছে
তাকে আমার ভালো লাগে;
তবে, ছাত্রী মেয়ের মতো
গ্রামে আরো একটা আছে
নামটা তার খুব ভালো
রাজীব গান্ধীর মেয়ের মতো।
তোমরা বলতে পারো কি?
কোন এই ছেলেটি।

-মৃতুঞ্জয় রায়

সে এই রকমই

পাড়ে তার [illegible]
চুটিয়ে সে প্রেম করে।
এখন সে থাকে হোস্টেলে
বলে প্রেম আর করব না।
Dept-যেতে চোখে পড়ে
প্রেমের centre ঝিলপাড়ে।
চলেছে প্রেমের বন্যা
ফেরার পথে Dept-এ
গুচ্ছ যুগল চোখে পড়ে।
মেয়ে দেখে ফাস্টু খেয়ে
ফিরে আসে হোস্টেলে।
ঢুকে পড়ে ছোট্ট ঘরে
কি জানি সে কি করে-

-সৌমেন দাস

SPORTS DESK

The annual event of the hostel which was inaugurated on 29^{th} January, '04 ended successfully on 26^{th} of February, '04.It was a sign of a great relief for the sports convener Atanu Biswas. Speaking about his experience he said that he is thankful to all the participants and the spectators for making the event successful. Adding in his speech he also said that he is especially thankful to Mainak,Reetam, and Kaustavda for lending their helping hand in organizing the game. The highlight of the game was the performance of Mainak,Reetam and Koushikda who reached the finals in three disciplines each. The final results are as follows:-

Table Tennis :(singles) Champ: - Kaustav, Runners:-Reetam.

(Doubles): Champs:-Asish/Koushik, Runners:-Abhinandan/Arindam.

Carom :-(singles) Champ:-Mainak, Runner:-Reetam

(Doubles): Champs:-Reetam/Bikash, Runners:-Mainak/Kunal

Cards :(29) Champs:-Koushik/Pinaki, Runners:-Safiul/Tapash

And the most special news is that NEW BLOCK HOSTEL HAS WON THIS YEAR'S ARGHYA PRASANNA MEMORIAL INTER HOSTEL KNOCK-OUT CRICKET TOURNAMENT.